চিঠিপত্র

সবিতা সলিলদাকে আদৌ কতটা চিনতেন?

● ১২ জানুয়ারি প্রকাশিত আনন্দলোকে 'নানান মতে নানান দলে দলাদলি' প্রসঙ্গে বলি, সবিতা চৌধুরী আমার বিশেষ স্নেহ ও সম্মানের পাত্রী। প্রয়াত সলিল চৌধুরীর গত শতাব্দীর চতুর্থ দশকের শেষার্ধের কিছু বিপ্লবী গানের প্রসঙ্গে তাঁর কয়েকটি মন্তব্য খণ্ডন করতে গিয়ে খুব ব্যথিত বোধ করছি।

সলিলদার অনুপ্রেরণায় ১৯৪৬ সালের প্রথমার্ধে আমি ২৪ পরগনা জেলা গণনাট্য সংঘে যোগ দিই। এবং নানা সভা-সমাবেশে তাঁর সৃষ্ট গানগুলিতে তাঁরই নেতৃত্বে কণ্ঠ মেলাই। আলোচিত গণসঙ্গীতগুলি ওই সময়কার, অর্থাৎ ১৯৪৫ থেকে ১৯৫০-এর গোড়ার দিকের। ওই সময়ের সলিলদার সর্বজন পরিচিতি ছিল, তিনি বিপ্লবী বামপন্থী, বিশেষভাবে ছাপমারা এক কমিউনিস্ট শিল্পী।

আমি যত দূর জানি, সবিতা সলিলদার এই সময়কার জীবনের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন না। সলিলদার রাজনৈতিক বিশ্বাস, ওই সময়কার কর্মকাণ্ড ও প্রভূত আত্মত্যাগী জীবনযাপন সম্পর্কে তাঁর ধ্যানধারণা কতখানি সজাগ, সে বিষয়েও আমি বেশ কিছুটা সন্দিহান। কেন না সলিলদার জীবনের যে-পর্যায়ে তাঁর আগমন, তা সলিলদার বোম্বাই-প্রবাসের সূত্রপাত পেরিয়ে যখন তিনি প্রত্যক্ষ আন্দোলনের পথের বাইরের পথিক। তবু প্রবাসে থাকা সত্ত্বেও কিন্তু তাঁর বাংলার সঙ্গে, বিশেষ করে সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সহকর্মীদের সঙ্গে সংযোগ ছিন্ন হয়নি। সৌভাগ্যক্রমে আমি তাঁদের একজন।

আমার যতদূর জানা আছে, আলোচিত সময়কালের ওই বিপুলসংখ্যক গান সৃষ্টি করার জন্যে সলিলদার নিজের মনে কোনও বিরূপতা বা খেদ জন্মায়নি। কোনও দিন প্রকাশিত হয়নি, কখনও কোনও রচনায়, কোনও আলোচনায় কিংবা কোনও মনোভাবে। বরং সেই সময়ের জীবন, মতাদর্শ ও কর্মকাণ্ড নিয়ে এক গভীর মমত্ববোধ পরবর্তীকালের সৃষ্টিকে বার বার আলোড়িত না করলে তাঁর কলম থেকে এই শ্রদ্ধার্ঘ্যটি আত্মপ্রকাশ করত না—'যখন যেখানে তখন সেখানে থাকি/ সুনীল আকাশে নিজের মাথারে ঢাকি'। সলিলদার মন কোনও বেদুইন-মন ছিল না। ছিল আপন মাটি-মায়ের সন্তান। তা না হলে এর পরবর্তী লাইনেই সে লিখত না—'ঘরে ঘরে জননী/ ভাই-ভগিনী পেলাম/ এবার আমি আমার থেকে/ আমাকে বাদ দিয়ে/ অনেক কিছু জীবনে যোগ দিলাম।' সলিলদার সেই সময়কার সেই বিশাল বিপ্লবী পরিবারের একজন সদস্য হিসেবে আমি এবং ২৪ পরগনার সামান্য যে কয়েকজনের নাম প্রবন্ধে উল্লিখিত হয়েছে—তাঁরা এ কথা কোনও মতেই মেনে নেব না যে, ওই 'গণসঙ্গীত'গুলি সলিলদার 'কাঁচা বয়সের কাজ।' যেটা 'পরিণত-বুদ্ধি' সবিতা বলতে চেয়েছেন। ওইটাই সেই 'তেজীয়ান যৌবন-বৃক্ষ যা উত্তরকালে প্রকাণ্ড মহীরূহে পরিণত হয়েছে। সেই উদ্দীপ্ত, তেজীয়ান সলিলের সান্নিধ্য পাওয়ার সৌভাগ্য হলে সবিতা এ কথা বলতেন না। সবিতা নিজেও জানেন যে, সব মানুষের 'হঠাৎ উথ্‌লে ওঠা ভালবাসার কথা' তিনি শ্লেষভরে উল্লেখ করেছেন, তাঁদের অনেককেই তিনি বম্বে-কলকাতায় ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় নিজের গৃহে অভ্যর্থনা জানিয়েছেন। এবং সলিলদার সঙ্গে তাঁদের আলোচনা বা স্মৃতিচারণে অংশগ্রহণ করেছেন। অতএব এত রুষ্ট হওয়া তাঁর শোভা পায় না। তাঁর মতানুযায়ী সলিলদার 'অস্বীকৃত' গানগুলির বাণী আর সুরের গভীর পর্যালোচনা করলে যে-কোনও সুধী-গবেষক বিপ্লবী চেতনাসম্পন্ন সুর ও গীতিকার, কবি-কাহিনিকার, নাটক-চিত্রনাট্য রচয়িতাকে সেগুলিতে পরিপূর্ণ দীপ্তিময় দেখতে পাবেন।

অনিল ঘোষ,
প্রাক্তন সম্পাদক, ২৪ পরগনা জেলা গণনাট্য-সংঘ
১০এ নন্দন রোড, কলকাতা-৭০০০২৫

জ্যোতিবউদিই সব জানাতে পারবেন

'আনন্দলোক' ১২ জানুয়ারি সংখ্যায় প্রকাশিত 'নানান মতে নানান দলে দলাদলি' প্রসঙ্গে লেখাটিতে সলিলের গান সম্পর্কে যা বেরিয়েছে আমার মনে হয়, সেটা ঠিক নয়। সলিল নিজেই আমাকে বলেছিল, তার প্রথম দিকের গানের কথা যাই হোক, সুর ছিল একটু রবীন্দ্র-ঘেঁষা। সমীর আমাকে দিয়ে সলিলের যে-গানগুলো করিয়েছে, সেগুলো ওয়েস্ট পেপার বক্সে ফেলে দেওয়ার মতো নয়। এই বিষয় নিয়ে যদি আরও বাদানুবাদ হয়, তবে ঠিক হবে জ্যোতিবউদির সঙ্গে কথা বলে সব কিছু ঠিক করে নেওয়া। আমি জানি, সলিলের গান ও অন্য বিষয়ের প্রকাশনার কাজে জ্যোতিবউদি প্রাণপণ সাহায্য করেছেন।

দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়
এইচ. এ ৮১, সল্টলেক, কলকাতা-৭০০০৯১

সঞ্জয়ের সুরে সলিলদার গান!

● ১২ জানুয়ারি প্রকাশিত 'নানান মতে নানান দলে দলাদলি' পড়ে খটকা লাগল। সলিল চৌধুরীর মতো অসাধারণ এক সঙ্গীত স্রষ্টার অনেকগুলি

অবাক পৃথিবী! অবাক করলে তুমি...

হারিয়ে-যাওয়া, ভুলে-যাওয়া গান উদ্ধার করার অক্লান্ত প্রয়াসে কয়েকজন দীর্ঘ কাল নিবেদিতপ্রাণ হয়ে চেষ্টা করেছেন। এ দেশে এবং প্রবাসেও। তাঁদের উদ্ধার করা বেশ কিছু গান শেষ পর্যন্ত ক্যাসেটবন্দি করে প্রকাশ করা গেছে। হঠাৎ সলিল-জায়া সবিতা চৌধুরী প্রতিবেদককে বলে ফেললেন, 'এগুলো ওঁর ফেলে দেওয়া বাতিল গান'। গানগুলি সম্পর্কে তাঁর সুগভীর অজ্ঞতা প্রকাশ করে বলেছেন, 'কোথা থেকে জোগাড় করেছেন, কাকে দিয়ে সুর করালেন ভগবানই জানেন।' যাঁরা জোগাড় করেছেন তাঁদের কাছ থেকেই সংগ্রহের ইতিহাস জানতে পারতেন। সবিতাদেবী সন্দেহ প্রকাশ করেছেন সেগুলো সলিলের লিখিত ও সুরারোপিত কি না! যাঁরা এ সব হারানো গান গলায় তুলে গেয়েছেন, রেকর্ড করেছেন, তাঁরা সলিল চৌধুরীর গান বিশ্বাস করেই সে কাজ করেছেন। দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়, মন্টু ঘোষের নাম করেছেন তিনি! তা ছাড়া তিনি স্বীকার করেছেন, ডা. সমীরকুমার গুপ্ত সেই গানগুলি গাইবার জন্যে তাঁকে ও অন্তরাকে অনুরোধ করেছিলেন। 'আমরা রাজি হয়েছিলাম গান গাইতে। তার পর তো আর এলেন না। আমার সঙ্গে কোনও যোগাযোগও করলেন না।' তা হলে এ কথা প্রমাণ করা যাচ্ছে না যে, গানগুলি 'সলিলের বাতিল-করা ফেলে-দেওয়া গান' বলেই তিনি আসেননি। সবিতাদেবী বলেছেন, 'আমার ছেলে সঞ্জয় বরঞ্চ ওর বাবার কথায় কিছু সুর করেছে।... ওটাই তো প্রামাণ্য।' তা হলে সলিল চৌধুরীর স্বরচিত ও নিজের সুরারোপিত গান (যেগুলি সম্প্রতি রেকর্ড করা হয়েছে) প্রামাণ্য নয়? প্রামাণ্য সলিল-পুত্রর সুর-দেওয়া গান? কবে তিনি সুরকার হলেন? না কি একবারেই 'বটগাছ' হয়ে জন্মেছেন!

অরুণকুমার বসু, *২০/বি/১ ঢাকুরিয়া স্টেশন রোড, কলকাতা-৭০০০৩১,*

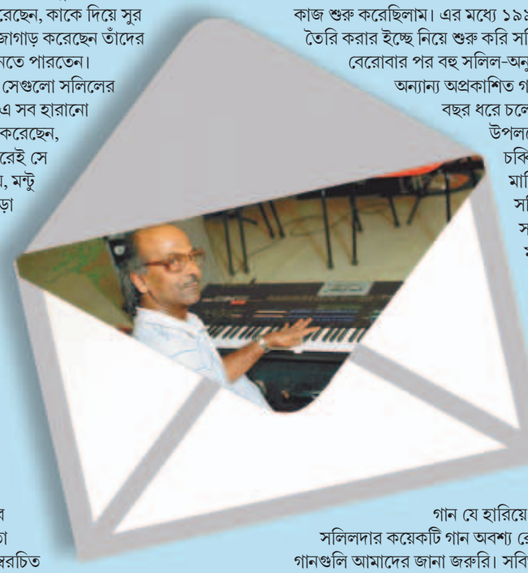

সলিলদার সংগ্রামী দিনগুলিও মিথ্যে!

'নানান দলে দলাদলি' পড়ে এক দিকে যেমন উৎসাহিত বোধ করলাম, তেমনি সবিতাদির মন্তব্য পড়ে দুঃখিত, আহত এবং নিরাশ হলাম। কয়েক বছর আগে প্রকাশিত 'সলিল চৌধুরীর গান' (এপ্রিল ১৯৭৫) বইটিতে বেশ কয়েকটি গানের কথা আছে, যেগুলি কোনও দিন রেকর্ড হয়নি অথচ এই গানগুলি এককালে নিয়মিত গাওয়া হত। যেমন, আন্দামান বন্দিমুক্তির গান 'ভাঙো ভাঙো ভাঙো কারা', 'কারার দুয়ার ভাঙো', 'আগে চলো আগে চলো' ইত্যাদি। এই গানগুলি এবং অন্য কয়েকটি অপ্রকাশিত গানের সুর সংগ্রহ করা নিয়ে আমি কাজ শুরু করেছিলাম। এর মধ্যে ১৯৯৮ সালে সলিলদার সম্পূর্ণ আর্কাইভ তৈরি করার ইচ্ছে নিয়ে শুরু করি সলিলদা ডট কম ওয়েবসাইট। ওয়েবসাইট বেরোবার পর বহু সলিল-অনুরাগী যোগাযোগ করেন। সমীর আমাকে অন্যান্য অপ্রকাশিত গানের কথা বলে। এর পর গত প্রায় আট বছর ধরে চলে আমাদের এই যুগ্ম প্রচেষ্টা। সেই উপলক্ষে একাধিক বার কলকাতা এবং দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার কোদালিয়া, হরিনাভি, মাহিনগর ইত্যাদি গ্রামে নিয়মিত গিয়ে সলিলদার সংগ্রামী দিনের বহু বন্ধু ও সাথীদের সাঙ্গে আলাপ করি। ভূপেনদা, মন্টুদা, অমিয়দা, অভিজিৎদা এবং আরও অনেকের কাছ থেকে বহু গানের কথা ও সুর পাওয়া গেল। গণনাট্য সমিতির অনেক প্রবীণ সদস্য এগিয়ে এসে সাহায্য করলেন। সমীরের অক্লান্ত প্রচেষ্টায় এবং এঁদের সহযোগিতায় প্রায় পঞ্চাশটি গানের কথা ও সুর উদ্ধার হয়। এই গানগুলির মধ্যে অনেক গানই রচিত হয়েছিল চল্লিশ দশকে এবং প্রায়ই গ্রামে গ্রামে গাওয়া হতো। মন্টুদা বললেন, 'কত গান যে হারিয়ে গেছে।' যদিও গণনাট্যের সময় সলিলদার কয়েকটি গান অবশ্য রেকর্ড হয়। সলিলদাকে জানতে হলে এই গানগুলি আমাদের জানা জরুরি। সবিতাদি বলছেন, 'এই গানগুলি ফেলে দেওয়া বাতিল গান।' কে বাতিল করেছে গানগুলি? সলিলদা? সবিতাদি? তা হলে আমাদের আট বছরের প্রচেষ্টার কোনও মূল্য নেই? সলিলদার সংগ্রামী দিনের সঙ্গীদের কথা মিথ্যে? এ কথা সত্যি যে, সমীর সবিতাদি ও অন্তরাকে নিজের চেম্বারে আমন্ত্রণ জানিয়ে এই গানগুলি গাইতে অনুরোধ করেছিল এবং আনুসঙ্গিক খরচ দিতেও প্রস্তুত ছিল। সবিতাদি রাজি হননি। সবিতাদি চেয়েছিলেন গানগুলি। স্বভাবতই সমীর রাজি হয়নি। সেই কারণেই কি এই গানগুলি বাতিল হয়ে গেল?

গৌতম চৌধুরী
নেদারল্যান্ডস।

পর্দায় ভাল খারাপ বলে কিছু নেই

অমৃতা রাও

● ২৭ জানুয়ারি প্রকাশিত আনন্দলোকে 'শর্টকাট অমৃতা'-শীর্ষক সাক্ষাৎকারে অমৃতা রাওকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, 'পর্দায় খারাপ মেয়ে সাজতে ইচ্ছা করে না?' এর উত্তরে অমৃতা বলেছেন, "না। ইচ্ছা করলেও দর্শক নেবে না। মিষ্টি মেয়ে অমৃতাকেই ওঁরা ভালবাসেন।" আমার বক্তব্য, যাঁরা বড় মাপের শিল্পী হন, তাঁরা নিজেকে সর্বদা ভাঙতে পারেন এবং নতুন নতুন রূপে চিত্রনাট্যের প্রয়োজন মতো নিজেকে দর্শকদের সামনে তুলে ধরতে পারেন। এই ভাঙাগড়ার মধ্য দিয়েই তাঁরা তাঁদের অভিনয় প্রতিভার ছাপ রাখেন। আর এতেই তাঁদের আনন্দ! অমৃতা একই টাইপের অভিনয় করে থাকেন। সেই কারণেই হয়তো তিনি 'খারাপ মেয়ে' সাজতে ভয় পান। অমৃতা কি জানেন না, অমিতাভ একজন রোম্যান্টিক হিরো হয়েও বিভিন্ন ছবিতে বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেছেন? শাহরুখ খানও ভিলেনের চরিত্রে অভিনয় করে দর্শকসমাদর পেয়েছেন। অমৃতার কথা শুনে তাই একটু অবাক হতেই হয়। দর্শক 'খারাপ মেয়ে'-র চরিত্রে তাঁকে অবশ্যই নেবেন, যদি তিনি তাঁর অভিনয় নামক অস্ত্র দিয়ে দর্শককুলকে বধ করতে পারেন। আসলে, পর্দায় খারাপ কিংবা ভাল চরিত্র বলে কিছু নেই। ছবির চিত্রনাট্য অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট চরিত্রটি যদি বাস্তবানুগ হয়, তবেই শিল্পীর অভিনয় সার্থক হয়ে ওঠে।

হিরু পান, *হুগলি।*

চিত্রতারকাদের ক্যালেন্ডার

● ২৭ জানুয়ারি প্রকাশিত আনন্দলোকে হলিউড-বলিউডের তারকাদের নিয়ে ক্যালেন্ডার করার বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। বলিউডের শাহরুখ খান, অমিতাভ বচ্চন, বিবেক ওবেরয়, অভিষেক বচ্চন, হৃতিক রোশন, জন আব্রাহাম প্রমুখ নায়করা যেমন আছেন, তেমনি আছেন মণিকঙ্কণা দত্ত, দীপ্তি গুজরাল, শীতল মেনন, মেলিসা মেহরার মতো নায়িকারা। এই ক্যালেন্ডারগুলি অত্যন্ত দামি। এমনকী ১ লাখ ২৫ হাজারেও নিলামে একটির দর ওঠে! হলিউডের জেনিফার অ্যানিস্টন, ব্রিটনি স্পিয়ার্স, মারিয়া ক্যারি, জেসিকা অ্যালবা, ক্যামেরুন দিয়াজরা আগেই এ বিষয়ে পথিকৃৎ। এই সেলেব ক্যালেন্ডারগুলির প্রচণ্ড চাহিদা। সত্যি বলতে, বলিউড যেন সব বিষয়েই হলিউডকে ধরছে, কোনও ক্ষেত্রে টেক্কাও দিচ্ছে। না হলে ২৪ জন নায়ককে নিয়ে থিম ক্যালেন্ডার লন্ডন, নিউইয়র্ক, সিডনিতে এক হাজার কপি নিমেষে নিঃশেষিত হত না! এখন প্রশ্ন, এই ধরনের সেলিব্রিটি ক্যালেন্ডারের পিছনে কী মানসিকতা কাজ করছে? ভাবা যায় ১৮ হাজার ফুট ওপরের পৃথিবীর উচ্চতম মোটর পথে দাঁড়িয়ে হু হু হাওয়ায় বিকিনি পরে শুট করছেন মণিকঙ্কণা দত্ত! আসলে, ঠাকুরদেবতা, বিখ্যাত মনীষীদের মতো সিনেমার তারকারাও প্রাত্যহিক জীবনে ঢুকে যেতে চাইছেন! জনগণের বেডরুম, ড্রয়িংরুমে ক্যালেন্ডারের আকারে এঁরা শোভা পাচ্ছেন! এটা যেন নিজেদের প্রতি মুহূর্তে জনগণের কাছে চিনিয়ে দেওয়া, মনে রাখার এক পাশ্চাত্য উদাহরণ। জিনিসটা যে উপভোগ্য, তাতে সন্দেহ নেই। দেখা যাক, এর ভবিষ্যৎ কী?

অতীন গুহঠাকুরতা, *নবব্যারাকপুর, কলকাতা-৭০০১৩১।*

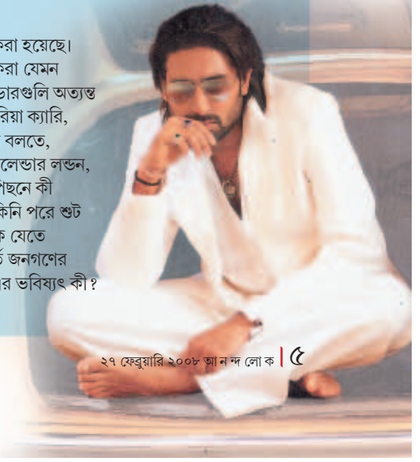

চিঠি পাঠান। গুরুত্বপূর্ণ পত্রটি 'সেরা চিঠি'র সম্মানে প্রকাশিত হবে। ই-মেল ঠিকানা: anandalok@abpmail.com